Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : IX Issue : VI, 15th, September, 2020 আশ্বিন, ১৪২৯, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

অতিমারীর প্রকোপে আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রবীণবার্তার প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। সকলের সমবেত চেষ্টায় আবার মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা গেছে। সেপ্টেম্বর সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই সুযোগে একটা ত্রুটি স্বীকার করে নি। এপ্রিল, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২০, এক আগন্তুক হিসাবে, জরুরীকালীন ভিত্তিতে পত্রিকা সম্পাদনা করেছি। তাই এই সংখ্যাগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতি, মানের অবনয়নের দায়িত্ব পুরোপুরি অস্থায়ী সম্পাদকের। বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলী বিন্দুমাত্র দায়ী নন। আশা করি, আগামী সংখ্যা থেকে প্রবীণবার্তা তার পুরানো মহিমা ফিরে পাবে।

শারদোৎসব সমাসন্ন। কিন্তু ছমাস পরেও করোনার দাপট অব্যাহত। আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে আমরা এখন বিশ্বে দ্বিতীয়। আশা করি, শারদোৎসব ভুলিয়ে দিতে পারবে—করোনাকালের যাবতীয় আতঙ্ক, ত্রাস, অপরিকল্পিত পরিকাঠামোহীন চিকিৎসার বিভীষিকা। কিন্তু অর্থনীতির অনিশ্চয়তা, করাল দারিদ্র, বুভুক্ষু মানুষের মৃত্যুমিছিল, অসংখ্য চাকরি লোপাট হয়ে যাওয়া— কী ভোলা যাবে। দেশের অর্থমন্ত্রী যতই এটাকে দৈব-দুর্বিপাক বলে চিহ্নিত করুন না কেন, আপামর জনগণের কষ্ট তো আর তাতে লাঘব হচ্ছে না। তবু, 'আশায় বাঁচে চাষা'।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বিধি নিষেধ মেনে চলুন।

আমাদের বিদ্যাসাগর (শেষ পর্ব)

গৌতম রায়চৌধুরী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

"বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। .... তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন—আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না;" (বিদ্যাসাগর চরিত, রবীন্দ্রনাথ)

দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মিথ্যাচারণা, প্রতারণা দেখে, বোধহয় শেষ বয়সে বিদ্যাসাগর কিছুটা সিনিক হয়ে পড়েছিলেন। একদিকে মানুষের প্রতি অপরিসীম প্রেম, অন্যদিকে তাদের বিশ্বাসহীনতা—বোধহয় তাঁর মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে প্রায়ই বলতেন,— "এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এ পোড়া দেশের ভাল হয়।" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ৩৬৭)

বিদ্যাসাগরের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, উপকৃতদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ হয়। "কেহ তাহার নিন্দা করিয়াছে বলিলেই, তিনি বলতেন, "রও, ভেবে দেখি, সে ব্যক্তি আমার নিন্দা করিবে কেন? আমি ত কখনই তাহার কোন উপকার করি নাই।" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ৩৬৭)

বড় দুঃখে তিনি মনুষ্যজাতিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। এক ভাগে পড়ে ঠকবাজের

দল, অন্যভাগে ঠকে-যাওয়ার দল। রাজনারায়ণ বসুকে এই প্রসঙ্গে একটি ছড়া শুনিয়েছিলেন,—

"পৃথিবীতে যত বেটা, সব বেটা গরু।
যে যারে ঠকাতে পারে, সেই তার গুরু।

(করুণাসাগরে উদ্ধৃত, পৃ. ৪১৮)

বিদ্যাসাগর কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। অনেক ঠকেছেন, তবু আর্ত মানুষের আবেদন উপেক্ষা করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে চীণ্ডচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ঘটনা শুনুন।

মাইকেল মধুসূদনের কর্মচারী কৈলাসচন্দ্র বসু বিদ্যাসাগরের পরিচিত। তিনি একবার নাটারের পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরকে লইয়া বিদ্যাসাগরের কাছে হাজির। কারণ, এক মামলায় নিরপরাধ হইয়াও তার ছয় মাসের জেলের আদেশ পেয়ে হাইকোর্টে আপিল করেছেন এবং ৭০০ টাকায় বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষকে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু নাটোর থেকে টাকা আসে নি, অথচ আগামী কাল শুনানীর দিন। তাই বিদ্যাসাগর যদি মনোমোহনকে একটা চিঠি দেন তবে আপাতত সমস্যার সমাধান হয়। যার এক পা জেলে, আর এক বাইরে, তার জন্য অন্যকে বিব্রত করতে বিদ্যাসাগর অরাজী, পুলশ কর্মচারীটি আতঙ্কে কান্নাকাটি শুরু করলেন, তখন বিদ্যাসাগর সাতশো টাকার একটি চেক লিখে তার হাতে দিয়ে বললেন, মনোমোহনবাবু যেন আগামীকাল বেলা সাড়ে এগারোটার আগে চেক ব্যাঙ্কে না পাঠায়, কারণ ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা নেই। বিদ্যাসাগর পরের দিন টাকা জমা করে দেবেন। এদিকে হাইকোর্টের বিচারে কর্মচারীটি ছাড়া পেলেন এবং চারদিনের মাথায় কৈলাশবাবুর সঙ্গে টাকা ফেরৎ দিতে এলেন। বিদ্যাসাগর আনন্দিত না হয়ে প্রচণ্ড রেগে বললেন, —"তুমি ভদ্রসন্তান হইয়া আমাকে বঞ্চনা করলে? .... তুমি না বলেছিলে তুমি পুলিশে কর্ম্ম কর? (সভয়ে উভয়ের উত্তর), "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "না একথা কখনই সত্য হইতে পারে না, তুমি আমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছ"। উত্তর— "আজ্ঞে না মহাশয়, অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আমি নাটোরের পুলিস সব্ ইন্স্পেক্টর।' তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, "মিথ্যা কথা ছাড়া আর কি মনে করিব? এই দীর্ঘকাল অনেক লোক 'দিব' বলিয়া টাকা লইয়া আর দেখা দিল না। নিরুপায় লোকদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু সুপরিচিত সম্পন্ন ব্যক্তিরাও ত প্রয়োজন সাধনের জন্য টাকা লইয়া সকল সময় ফিরাইয়া দেয় নাই, আর অন্তরঙ্গের ত কথাই না। যে দেশে নিলে আর দিতে চায় না, সে দেশে তুমি পুলিসের দারোগা হইয়া সাত দিনের কড়ারে টাকা লইয়া চতুর্থ দিবসে ফের দিতে আসিয়াছ, কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?" হাইকোর্টের জজেরা অনেক সময় মোকদ্দমা না বুঝিয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেয়, তোমারও দেখছি তাই হয়েছে, তোমার ত জেলে যাওয়া উচিত ছিল। সাতদিনের কড়ারে টাকা লইয়া চারদিনের দিন যে ফেরত দেয়, সে জেলে যাবে না ত জেলে যাবে কে?" উপর্যুক্ত ভদ্রলোকের নিষ্কৃতি লাভে অশেষ প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পরে টাকাগুলি তুলিবার সময় বলিলেন,—"ওহে আট আনা কম দিলে কেন?" দারোগাবাবু অপ্রস্তুত হইয়া ভাবিতেছেন, বোধ হয় টাকার মধ্যে একটা আধুলি থাকিয়া গিয়াছে। সঙ্গের বন্ধুটি একটু হাসিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "আমি যার নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলাম, তাঁহাকে টাকা দিয়াছি, এখন এই টাকা ব্যাঙ্কে রাখিতে গেলে, গাড়ী ভাড়া কি আমাকে দিতে হবে? আর আট আনা না পেলে আমি ও টাকা ব্যাঙ্কে তুলিব না। যখন আমার লোকসান করিলে, তখন আর কিছু লোকসান কর।" পাঠক এখন বুঝিয়া লউন, এ লোকসানে দারোগাবাবুর রসনার কিরূপ পরিতৃপ্তি হইয়াছিল।"

(চণ্ডীচরণ, পৃ. ৩৬৬)

বাংলা দেশে শিক্ষাবিস্তারে 'ভগীরথ' হয়েও বিদ্যাসাগর শেষের দিকে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার নিয়ে একটু সংশয়ী হয়ে পড়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে পড়াশোনা নিয়ে দুটি বহু প্রচলিত বিদ্রুপের উল্লেখ করা উচিত। প্রথমটি পরিমল গোস্বামী, তাঁর স্মৃতিচিত্রণে লিখে গেছেন।

বিদ্যাসাগরকে একবার এক ছাত্র জিজ্ঞেস করল —কী উপায়ে নির্ভুল লেখা যায়? উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন —খুব সোজা। কখনো লিখ না।

(বিদ্যাসাগরে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৪১)

মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রুতি-স্মৃতি, ১ম ভাগ) দ্বিতীয় মজাটির উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরের কাছে একবার এক দরিদ্র বামুন ভিক্ষা চাইতে এসে বলল—মশায়, বড় দুরাবস্থা। 'দুরাবস্থা'

শব্দটি ভুল। র-এর আকার নেই। আসলে হবে দুরবস্থা। বিদ্যাসাগর কৌতুক করে বললেন—আকার বদলে এস। বামুন ভাবলো বোধহয় সাজ-পোশাক বদলে আসতে বলছে। পরের দিন পোশাক বদলে এসে বলল—মশায়, বড় দুরাবস্থা। 'বিদ্যাসাগরের একই উত্তর—আকার বদলে এস। কয়েকদিন হয়রান হওয়ার পর, বামুন গেল রামসর্বস্ব পণ্ডিতের কাছে। তিনি ভুল উচ্চারণটা ধরিয়ে দিলেন। এবার আর বামুনের ভুল হল না। আকার বদলাতে বিদ্যাসাগরও তার কথা শুনলেন। (করুণাসাগরে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৪১)

বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন শিক্ষা বাবা-মা এবং গৃহশিক্ষার ওপরই নির্ভর করে। বড় বড় স্কুল বাড়ি, পোশাক প্রভৃতি আড়ম্বরে খুব একটা লাভ হয় না। একটা মজার উদাহরণে বিষয়টা বুঝিয়েছিলেন।

"মেদিনীপুর (নদী) পার হওয়ার ব্যবস্থা বড় সুন্দর। একখানি ডোঙ্গা একগাছি বাঁশে বাঁধা থাকে। ঘাটে পারের পয়সাটি পাটনিকে দিয়া নিজে নৌকায় উঠিয়া বাঁশ কাছি উঠাইয়া নিজে দুই চারি ধাক্কা দিয়ে পর পারে গিয়া উঠিতে হইত। পর পারে গিয়া বাঁশেতে নৌকাখানি আটকাইয়া রাখিয়া লোকে নিজের কাজে চলিয়া যাইত। আবার যখন ওপার হইতে কেউ আসিত সে ঐরূপ উপায়ে এপারে আসিয়া পাটনীকে পয়সা দিয়া চলিয়া যাইত। আমাদের দেশে এই যেসব কলেজ আছে, এখানেও ঠিক সেইরূপ পয়সাটি ফেল, নিজে বাঁশ ঠেল, পার হয়ে চলে যাও।" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ২৬৪)

ব্যক্তিত্বহীন গতানুগতিক শিক্ষা তাঁর ঘোর অপছন্দ ছিল। দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে দুঃখের সঙ্গে একটা গল্প শোনাতেন। "একবার শুনেছিলাম যে বিলাত হইতে একরকম কল আসিতেছে, তাতে একদিকে একটা বাছুর আর একদিকে কতকগুলো আখ প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। ক্রমে আখ হইতে রস—রস হইতে গুড়, গুড় হইতে চিনি প্রভৃতি প্রক্রিয়া অন্যদিকে বাছুরের ক্রমোণ্নতি হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে ছানা প্রভৃতি প্রক্রিয়া যোগে সন্দেশ তৈয়ার হইতেছে। ১০/১৫ জন লোক, নানাবিধ ছাপা হাতে কলের মুখে বসিয়া সন্দেশের পাক হইতে নানাবিধ আকারে সন্দেশ প্রস্তুত করিতেছে। কেহ বা তালশাঁস, কেহ বা আঁব, কেহ বা আতা, কেহ বা গোলাপজাম প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু চাকিয়া দেখ, সবগুলিরই একই স্বাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ভিয়ানও ঠিক সেইরূপ একপাকে তৈয়ারি ফলে, কোনটিতে বা এম.এ, কোনটিতে বা বি.এ, কোনটিতে এল.এ, কোনটিতে বা এণ্ট্রান্সের ছাপ দেওয়া আছে,যখন চাকিতে যাই, তখন দেখি, সবই এক পাকের জিনিস।

(চণ্ডীচরণ, পৃ. ২৬৪)

এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও শিক্ষা বিস্তারে দেশের কিছুটা কল্যাণ হবে বলে বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন এবং সারা জীবন নিঃস্বার্থে সেই চেষ্টা করে গেছেন। পরমহংস এটাকেই বলেছিলেন নিষ্কাম কর্ম।

দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগর মারা যান। দীর্ঘকালব্যাপী রোগভোগ সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান ছিল। যারা দেখতে আসতেন, দীর্ঘ অদর্শনেও তাঁদের চিনতে পারতেন। অনেক কষ্টে দু একটা কথা বলতেন। রসিকতা করতেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে, তৎকালীন রিপন কলেজের স্বত্বাধিকারী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখতে এসেছেন। তখন কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবু রহস্যালাপ বন্ধ হয় নি। "... নিজের পরিপক্ক শ্মশ্রু স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন "তোমারও এত শীঘ্র কেশ পক্ক হইল।" (চণ্ডীচরণ পৃ. ৩৮৯)

আমরা বিদ্যাসাগরের রহস্যালাপ, বিদ্রুপ, রসিকতা বা হুল্লোড়বাজির অনেক কথা আলোচনা করেছি। তিনি তো কান্নার মহারাজা রূপে সুপ্রসিদ্ধ। শুধু আপনজনেদের দুঃখে নয়, পরের দুঃখে, বাল্য বিধবার দুঃখে, ঋণগ্রস্থের-গরীবের-আর্তের দুঃখে বার বার কেঁদেছেন। সচেতনতাতেই তাঁর কান্নার কথা আমরা লিপিবদ্ধ করি নি। কিন্তু এই পর্বের আলোচনা আমরা একটা কান্নার ঘটনা দিয়ে শেষ করতে চাই।

একবার চন্দননগরের রাস্তায় বিদ্যাসাগর দেখলেন একটা পাগল ছেলে নানা পাগলামি করছে আর হো হো করে হাসছে। চারপাশে লোক ভিড় করে আছে, সকলের হাসির শেষ নেই।

একা বিদ্যাসাগর সে দৃশ্য দেখে কাঁদতে লাগলেন। (ক্ষুদিরাম বসু, করুণাসাগরে উদ্ধৃত)

[সমাপ্ত]

পরিযায়ী বার্তা

মৃণাল দত্ত

নিজস্ব ঘরে পাখা নেই।
গুমোট আদ্র নির্বস্ত্র হয়ে মাঠে
খোলা আকাশ যেটুকু বাতাস দেয়
বাতাস পাই। প্রজন্মের কাছে
রাখবো না কোনো উপোসি মানুষ।
ওরা বলে পরিযায়ী
রানীর দরবারে হট্টগোল
তবে কি এক চিলতে ঘরই আমার স্বদেশ
এ ভারতবর্ষ আমার নয়
লিভারের জলে ভাসাবোনা সাম্পান
সবরমতীর পাড়ে সবুজাভ ঘাসে
পাবো না আদ্র পরিচ্ছন্ন বাতাস
সরয়ূ নদি পাড়ে পরবে না আমার ছায়া
পেটে ভাত চাই। ভাত।
বাঁচার রসদের জন্যে ঘরের বাইরে পা
জন্মভূমির পল্লিছায়ায় বৃদ্ধা মা
সন্তানবতী স্ত্রী
সন্তানের ক্ষুধা চোখে পিতৃ আশ্বাস।
সুকান্ত বলে, এবার ঘরে ফেরার পালা
আয় বাতি জ্বালি এ দেশের বুকে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

করোনার কথা মাথায় রেখে সংস্থাগুলিকে ২০১৯-২০ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা করতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিল কেন্দ্র। এই সময় ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

পরিচালন পরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে সাধারণ সভার দিন ঠিক করা হবে। সংস্থার সকল সদস্যকে তাদের সদস্যপদ নবীকরণের জন্য আবারও অনুরোধ করা হচ্ছে।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৭-৬টা)

কম খরচে
রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী (অর্থোপেডিক) এম.এস, ডি.এন.বি (অর্থো)
প্রতি মাসের ২য়/৪র্থ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা-৭টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন _____

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- Bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatrics.in